সমকাল

21 APR 2026

মধ্যপ্রাচ্যের ১৮ দেশে পোশাক রপ্তানি বন্ধ

- মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর থেকে এই বাজারে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কার্যত বন্ধ রয়েছে
- গত অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে প্রায় ৮২ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়

> মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ব্র্যান্ড-ক্রেতারা আপাতত তাদের দেওয়া আদেশের রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বলেছে। কবে নাগাদ আবার এ বাজার খুলবে, তা বলা মুশকিল
>
> **ইনামুল হক খান,** সিনিয়র সহসভাপতি, বিজিএমইএ

> বাজারে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে একটা সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছিল। সেটা পিছিয়ে গেল। যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এ বাজার আগের অবস্থায় নাও ফিরতে পারে
>
> **ড. এম মাসরুর রিয়াজ,** চেয়ারম্যান, পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশ

আবু হেনা মুহিব

আরব ও অনারব মিলে মধ্যপ্রাচ্যে দেশের সংখ্যা ১৮। এসব দেশে বাংলাদেশের রপ্তানি খুব বেশি নয়। মোট রপ্তানির ১ শতাংশেরও কম। তবে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে মার্কিন ও ইসরায়েলের হামলার পর এসব বাজারে রপ্তানি কার্যত বন্ধ। প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ। যদিও রপ্তানি তালিকায় টুপিসহ অন্যান্য ছোট কিছু পণ্য এখনও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি।

ইরানে হামলার পর যুদ্ধ পরিস্থিতি গোটা মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে আকাশ ও সমুদ্রপথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। রপ্তানিকারকরা জানান, পরিস্থিতির ভয়াবহতায় মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ব্র্যান্ড-ক্রেতারা রপ্তানি আদেশ স্থগিত করে দেয়। কবে নাগাদ এসব রপ্তানি আদেশ ফিরবে, বলা যাচ্ছে না। বাণিজ্য বিশ্লেষকরা বলছেন, মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক বাজার ধীরে ধীরে বাড়ছিল। বিশেষ করে উপসাগরীয় সহযোগী পরিষদ (জিসিসি)ভুক্ত দেশের রপ্তানি দ্রুত বাড়ছিল। ১০০ কোটি ডলারের রপ্তানি গন্তব্য এখন পুরোপুরি অনিশ্চিত। সম্প্রতি স্বল্প পরিসরে আকাশপথে যোগাযোগ শুরু হয়েছে। যদি শিগগির যুদ্ধ বন্ধ হয়ও, তবু মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি শিগগিরই স্বাভাবিক হবে না। দেশগুলোতে যে পরিমাণ অবকাঠামোর ক্ষতি হলো, তা সেরে উঠতে বহু বছর লাগতে পারে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য-উপাত্ত থেকে দেখা যায়, চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে গত মার্চ পর্যন্ত ৯ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে ৬৬ কোটি ৩৪ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে; ২৮ কোটি ১১ লাখ ডলারের। মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় প্রধান গন্তব্য ছিল সৌদি আরব। দেশটিতে রপ্তানি হয় ২৫ কোটি ১৬ লাখ ডলারের। কুয়েতে ২ কোটি ডলারের মতো। যুদ্ধের মূল ক্ষেত্র ইরানে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮১ লাখ ডলারের কিছু বেশি। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এসব দেশে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮২ কোটি ৪০ লাখ ডলারের কিছু বেশি। ইপিবির মধ্যপ্রাচ্য ব্লকে ১২টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

মধ্যপ্রাচ্যে রপ্তানি হয় এর মধ্যে প্রধান পণ্য তৈরি পোশাক। পোশাকের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের জোব্বা, শেরওয়ানি, আম্মামা, পাগড়ি, সিরওয়াল ইত্যাদি। এ ছাড়া শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, ব্লেজারের চাহিদাও রয়েছে সেখানে। সরাসরি আমদানি ছাড়াও বহুজাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মাধ্যমে অন্যান্য দেশ থেকেও মধ্যপ্রাচ্যে যায় মেড ইন বাংলাদেশের পোশাক। অন্যদিকে পর্যটন আকর্ষণে সৌদি আরবসহ অন্য দেশগুলো নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে স্থানীয়দের চাহিদার পাশাপাশি পর্যটকদের মাধ্যমেও রপ্তানি বাড়ানোর বড় ধরনের সুযোগ রয়েছে। পোশাকের বাইরে সবজি, ফল, বিভিন্ন ধরনের কৃষিপণ্য ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি হয়ে থাকে।

জানতে চাইলে পলিসি এক্সচেঞ্জ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ও সিইও ড. মাসরুর রিয়াজ গতকাল সমকালকে বলেন, গত অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশ থকে যে পরিমাণ রপ্তানি হয়েছে তার মধ্যে ৮৯ শতাংশই ছিল তৈরি পোশাক। মূলত ছিল জিসিসিভুক্ত সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব। এই বাজারের পুরোটাই প্রায় বন্ধ। কারণ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব দেশই যুদ্ধে আক্রান্ত। আবার বিমান চলাচল কিছুদিন বন্ধই ছিল। তারপর সীমিত আকারে শুরু হয়েছে। জাহাজ চলাচল তো একেবারেই বন্ধ। সবকিছু মিলিয়ে প্রায় শতকোটি ডলারের সর্বশেষ বাজারটা এই মুহূর্তে আর কার্যকর নয়। ইউরোপ ও আমেরিকানির্ভর রপ্তানি বাজার বাস্তবতায় এই বাজারগুলো ধীরে ধীরে বাড়ছিল।

তিনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেশি। উচ্চ মূল্যের পোশাকের চাহিদা রয়েছে সেখানে। এই মুহূর্তে সেটা বন্ধ এবং দেশগুলোর অর্থনীতির ওপর অভিঘাত এসেছে। যেমন সৌদি আরব বা কুয়েতের বেশ কিছু তেল-গ্যাসের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত। এগুলো ঠিক হতে সময় লাগবে। সেখানে পর্যটনের গতি ফিরতেও অনেক সময় লাগবে। সে জন্য আমাদের পণ্যের যে চাহিদা সেখানে ছিল, সেটা হয়তো খুব সহজেই আগের পর্যায়ে ফেরত আসবে না।

ড. মাসরুর রিয়াজ বলেন, 'আমি বলব, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদে আমাদের বাজারে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের একটা সম্ভাবনা ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছিল। সেটা পিছিয়ে গেল। আর যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে এ বাজার আর ফিরবে কিনা, বলা মুশকিল।

তৈরি পোশাকের অপ্রচলিত শ্রেণি বা নতুন বাজারের মধ্যে সম্ভাবনাময় বাজারের তালিকায় মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশ রয়েছে– সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব। তৈরি পোশাক উৎপাদন ও রপ্তানিকারক উদ্যোক্তাদের সংগঠন বিজিএমইএ সূত্রে জানা গেছে, চলতি অর্থবছরের গত ৯ মাসে এই দেশ দুটির মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে রপ্তানি হয়েছে ২০ কোটি ডলারের পোশাক। সৌদি আরবে এ সময় রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৫ কোটি ডলারের মতো। যুদ্ধের জেরে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতো এই দেশ দুটিতে রপ্তানি বন্ধ রয়েছে।

অনন্ত গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বিজিএমইএর সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান সমকালকে বলেন, অনন্ত গার্মেন্টস গত এক দশকের বেশি সময় ধরে নিয়মিত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে আসছিল। এখন সেখানে তাদের রপ্তানি একেবারেই বন্ধ। মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ব্র্যান্ড-ক্রেতারা আপাতত তাদের দেওয়া আদেশের রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রাখতে বলেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোরে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলার পরপরই সুইডিশ ব্র্যান্ড এইচ অ্যান্ড এম তাদের রপ্তানি আদেশের পণ্য উৎপাদন বন্ধ রাখতে বলেছে। মধ্যপ্রাচ্য আসলে এখনও বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের বড় বাজার হয়ে ওঠেনি। মোট রপ্তানি আয়ের ১ শতাংশেরও কম রপ্তানি হয় সেখানে। তিনি জানান, কবে নাগাদ আবার এসব বাজার খুলবে, বলা মুশকিল।

দীর্ঘ দিন ধরে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক নতুন বাজার গড়ে তোলার চেষ্টা করছে বিজিএমইএ। মধ্যপ্রাচ্যের ১৮ দেশের উপযোগী পণ্য সরবরাহে স্থানীয় চাহিদা বোঝার চেষ্টা করা হচ্ছে। কোন মৌসুমে কী ধরনের রঙের প্রাধান্য, তা নিয়েও গবেষণা চলছে। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টিতে কূটনীতিকদের কাজে লাগানো হচ্ছে। চাহিদা বোঝা এবং সরকার ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে যোগাযোগ বাড়াতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন বিজিএমইএ নেতারা। প্রচলিত বাজারের পাশাপাশি নতুন বাজার সৃষ্টিতে মনোযোগ দিচ্ছেন তারা। অন্যদিকে পর্যটন আকর্ষণে সৌদি আরবসহ অন্য দেশগুলো নানা পরিকল্পনা নিয়েছে।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বণিক বার্তা
21 APR 2026

২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ

আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে রফতানিতে ফিরছে গতি

বণিক বার্তা প্রতিনিধি ■ ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দর দিয়ে ভারতে পণ্য রফতানি ধীরে ধীরে গতি ফিরে পাচ্ছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) এ বন্দর দিয়ে প্রায় ৪৩৭ কোটি ১৯ লাখ টাকা মূল্যের পণ্য রফতানি হয়েছে। তবে কিছু পণ্যের ওপর ভারতীয় নিষেধাজ্ঞা এখনো বহাল থাকায় পূর্ণমাত্রায় রফতানি সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা।

আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে ভারতে ৪৩৭ কোটি ১৮ লাখ ৯৪ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য রফতানি হয়েছে। রফতানীকৃত পণ্যের তালিকায় ছিল হিমায়িত মাছ, সিমেন্ট, শুঁটকি, পাথর, আটা ও ভোজ্যতেল। একই সময়ে ভারত থেকে আমদানি করা হয় মাত্র ১ কোটি ৯৬ লাখ ৩৩ হাজার টাকার পণ্য, যার মধ্যে প্রধানত ছিল চাল, জিরা ও ধূপকাঠি। এ থেকে সরকারের রাজস্ব আহরণ ৭১ লাখ ৩২ হাজার টাকা। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারতে ৫১৪ কোটি ৩৪ লাখ টাকার রফতানি; বিপরীতে আমদানি হয়েছিল ৭ কোটি ৩১ লাখ টাকার পণ্য।

চলতি অর্থবছরে ভারতে ৪৩৭ কোটি ১৮ লাখ ৯৪ হাজার টাকা মূল্যের পণ্য রফতানি হয়েছে। রফতানীকৃত পণ্যের তালিকায় ছিল হিমায়িত মাছ, সিমেন্ট, শুঁটকি, পাথর, আটা ও ভোজ্যতেল। একই সময়ে ভারত থেকে আমদানি করা হয় মাত্র ১ কোটি ৯৬ লাখ ৩৩ হাজার টাকার পণ্য, যার মধ্যে প্রধানত ছিল চাল, জিরা ও ধূপকাঠি

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাংলাদেশের বেশকিছু উচ্চ চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের ওপর ভারতীয় নিষেধাজ্ঞার কারণে রফতানি এখনো সীমিত। তারা এসব পণ্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। বাংলাদেশ সরকার যেন বন্দরটির মাধ্যমে নিষিদ্ধ নয় এমন পণ্য আমদানির অনুমতি দেয়।

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আখাউড়া স্থলবন্দর ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। তবে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী কূটনৈতিক উত্তেজনার জেরে দেশটি বেশকিছু পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে গত বছরের মে মাসের মাঝামাঝি থেকে প্লাস্টিকের আসবাবপত্র, পিভিসি পণ্য, তুলা, প্রক্রিয়াজাত খাদ্য এবং ফল ও ফলের রস রফতানি বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রভাবে আখাউড়া স্থলবন্দরের সামগ্রিক রফতানি প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেছে।

ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, ভারতের কট্টরপন্থী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর চাপে সেখানকার ব্যবসায়ীরা বাংলাদেশী পণ্য এড়িয়ে চলছেন, যা বাণিজ্য স্বাভাবিকীকরণে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে ভারত থেকে আমদানি কমে যাওয়া প্রসঙ্গে আখাউড়া স্থলবন্দরের ব্যবসায়ীরা বলছেন, অনুমোদিত বেশির ভাগ পণ্যই ত্রিপুরার বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হয়, যা ব্যয় বাড়ায় ও লাভের পরিমাণ কমিয়ে দেয়, ফলে আমদানি নিরুৎসাহিত হয়।

আখাউড়া স্থলবন্দরের ব্যবসায়ী রাজিব ভূঁইয়া দাবি করেন, ভারত কিছু পণ্যের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলে রফতানি আয় ও বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে।

বন্দরের সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি নেসার উদ্দিন ভূঁইয়া জানান, ব্যবসায়ীরা নতুন নতুন পণ্য আমদানির চেষ্টা করছেন।

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার যদি নিষিদ্ধ নয় এমন পণ্য এ বন্দরের মাধ্যমে আনার অনুমতি দেয়, তাহলে আমদানি বাড়বে। সেই সঙ্গে রাজস্ব আহরণও বৃদ্ধি পাবে।'

আখাউড়া স্থলবন্দর শুল্ক স্টেশনের সহকারী কমিশনার কাজী আল মাসুম বলেন, 'শুল্ক কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ীদের সহায়তা করছে এবং তাদের দাবিগুলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে জানিয়েছে।'

তিনি আরো বলেন, 'ভারতীয় নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন বাংলাদেশী পণ্যগুলো আগে বিপুল পরিমাণে রফতানি করা হতো। আমরা আশা করছি, দুই দেশের সরকার আলোচনার মাধ্যমে শিগগিরই এসব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে।'

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র

The Daily Star
21 APR 2026

US trade bodies urge USTR not to impose new tariffs

REFAYET ULLAH MIRDHA

The American Apparel and Footwear Association (AAFA), along with several other organisations, has urged the United States Trade Representative (USTR), the US government's chief trade body, not to impose any new tariffs on countries currently under investigation over production capacity.

In a letter sent to the USTR on April 15, the AAFA warned that additional tariffs on supplying countries could raise costs for American consumers.

Last month, the USTR launched an investigation into 60 economies, including Bangladesh, over alleged failures to address issues related to production capacity and forced labour.

Bangladesh is scheduled to take part in a virtual USTR hearing on the matter on April 29.

The AAFA said in its letter that the US already imposes relatively high tariffs on textiles, apparel, footwear and accessories, even though these products contain significant US value, including intellectual property, raw materials such as leather, and textile inputs like yarns and fabrics.

As a result, textiles, apparel, footwear and travel goods face higher effective tariff rates than most other sectors.

The letter added that this burden disproportionately affects the industry, even though many of these goods are no longer produced in commercial quantities in the US.

It further said that although some countries identified in the investigation may run trade surpluses in certain product categories, these do not necessarily reflect structural excess capacity or practices that distort or restrict US commerce.

The concept of structural excess capacity does not reflect conditions in the US industry, it added.

Instead, the AAFA said, these trade flows are shaped by globally integrated supply chains, where production capacity is developed and used based on business decisions, long-term customer relationships and changing demand patterns.

The association urged the USTR to avoid any action that would further increase tariffs on these goods.

It also said the broad, multi-country investigation appears to be aimed at a pre-determined outcome rather than a focused review of specific practices.

The AAFA added that the investigation may be used to recreate tariff rates and structures that existed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

It also cited Treasury Secretary Bessent, who said, "We will get back to the same tariff level for the countries. It will be just in a less direct and slightly more convoluted manner."

The association warned that this approach could weaken the government's ability to properly investigate and address specific foreign trade barriers.

In conclusion, the letter said the industry should not face unintended negative impacts from these

US -- rose by 12.36 percent to 266.15 crore square metre equivalents (SME). In value terms, exports increased by 11.75 percent to $8.20 billion compared with 2024, according to the USTR.

Footwear exports from Bangladesh reached 1.78 crore pairs, a rise of 76.43 percent in 2025 compared with 2024. In value terms, footwear exports grew by 52.67 percent to $391.77 million.

Travel goods exports increased by 26.32 percent to 2.15 crore pieces in 2025. Their value also rose by 35.44 percent to $12.37 million, the USTR said.

In another letter, the Forced Labor Working Group (FLWG) of the AAFA, along with 17 other trade organisations, urged the USTR not to impose tariffs linked to forced labour investigations.

They said companies that have invested heavily in compliance systems and are working to eliminate forced labour in supply chains should not be penalised through broad tariff

along with several other organisations, has urged the United States Trade Representative (USTR), the US government's chief trade body, not to impose any new tariffs on countries currently under investigation over production capacity.

In a letter sent to the USTR on April 15, the AAFA warned that additional tariffs on supplying countries could raise costs for American consumers.

Last month, the USTR launched an investigation into 60 economies, including Bangladesh, over alleged failures to address issues related to production capacity and forced labour.

Bangladesh is scheduled to take part in a virtual USTR hearing on the matter on April 29.

The AAFA said in its letter that the US already imposes relatively high tariffs on textiles, apparel, footwear and accessories, even though these products contain significant US value, including intellectual property, raw materials such as leather, and textile inputs like yarns and fabrics.

As a result, textiles, apparel, footwear and travel goods face higher effective tariff rates than most other sectors.

The letter added that this burden disproportionately affects the industry, even though many of these goods are no longer produced in commercial quantities in the US.

It further said that although some countries identified in the investigation may run trade surpluses in certain product categories, these do not necessarily reflect structural excess capacity or practices that distort or restrict US commerce.

The concept of structural excess capacity does not reflect conditions in the US industry, it added.

Instead, the AAFA said, these trade flows are shaped by globally integrated supply chains, where production capacity is developed and used based on business decisions, long-term customer relationships and changing demand patterns.

The association urged the USTR to avoid any action that would further increase tariffs on these goods.

It also said the broad, multi-country investigation appears to be aimed at a pre-determined outcome rather than a focused review of specific practices.

The AAFA added that the investigation may be used to recreate tariff rates and structures that existed under the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

It also cited Treasury Secretary Bessent, who said, "We will get back to the same tariff level for the countries. It will be just in a less direct and slightly more convoluted manner."

The association warned that this approach could weaken the government's ability to properly investigate and address specific foreign trade barriers.

In conclusion, the letter said the industry should not face unintended negative impacts from these investigations. It warned against further tariffs on an already heavily taxed sector, saying such measures would raise costs for American families while doing little to boost domestic production due to existing capacity and investment limits.

BANGLADESH EXPORTS SHOW STRONG GROWTH IN US MARKET

For example, in 2025, clothing exports -- accounting for 86 percent of Bangladesh's total exports to the US -- rose by 12.36 percent to 266.15 crore square metre equivalents (SME). In value terms, exports increased by 11.75 percent to $8.20 billion compared with 2024, according to the USTR.

Footwear exports from Bangladesh reached 1.78 crore pairs, a rise of 76.43 percent in 2025 compared with 2024. In value terms, footwear exports grew by 52.67 percent to $391.77 million.

Travel goods exports increased by 26.32 percent to 2.15 crore pieces in 2025. Their value also rose by 35.44 percent to $12.37 million, the USTR said.

In another letter, the Forced Labor Working Group (FLWG) of the AAFA, along with 17 other trade organisations, urged the USTR not to impose tariffs linked to forced labour investigations.

They said companies that have invested heavily in compliance systems and are working to eliminate forced labour in supply chains should not be penalised through broad tariff measures that do not distinguish between responsible firms and bad actors.

The letter added that, under Agreements on Reciprocal Trade (ART) and related framework negotiations with the US, several economies -- including some covered by the investigation --have already committed to protecting labour rights and banning imports made with forced labour.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

21 APR 2026

Duty waivers on huge products come to tame inflation

Prolonged Mideast war may dent export, remittance

FE REPORT

Growing political instability and military tensions in the Middle East have started negatively impacting Bangladesh's export trade, and a prolonged crisis could also put significant pressure on vital remittance inflows.

Commerce minister sounds alarm in parliament, also enumerates remedies

Commerce Minister Khandaker Abdul Muktadir sounds alarm in parliament in a reckoning of how the Mideast mayhem is affecting the country's external trade, remittance and fuel supply.

His statement came during a question-and-answer session in parliament on Monday, with Deputy Speaker Kaiser Kamal in the chair.

Responding to a query from ruling-party MP Shamsur Rahman Shimul Biswas, the minister warns that ongoing tensions involving Iran, Israel, and the United States could cast far-reaching implications on the global economy and trade, with Bangladesh unlikely to remain insulated.

"The Middle East is an extremely important market for Bangladesh," he says, noting that countries such as the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar and Oman are key destinations for Bangladeshi exports, including ready-made garments, pharmaceuticals, frozen foods, and leather goods.

Instability has already driven up fuel prices, leading to higher import costs as well as increased shipping and insurance expenses.

"This is creating challenges such as reduced exports to Middle Eastern markets and rising commodity prices," the trade minister tells the lawmakers. To mitigate the impact, the government is working to reduce logistics costs and expand exports to countries less affected by the conflict.

In response to a separate question from SM Jahangir Hossain, another BNP member, the minister highlights Bangladesh's trade imbalance within the South Asian region. He states that Bangladesh runs trade deficits with all SAARC countries save Nepal, Sri Lanka and the Maldives.

The largest deficit is with India, amounting to $7.86 billion. Other deficits include $681 million with Pakistan, $10.71 million with Afghanistan, and $29.77 million with Bhutan.

In contrast, Bangladesh maintains trade surpluses with Nepal, Sri Lanka, and the Maldives.

Answering another question from Abul Kalam, the minister presents export-performance data, noting that export earnings reached US$55.19 billion in the 2024-25 fiscal year.

Meanwhile, in response to a question from independent MP Rumin Farhana, he says the government has taken steps to control inflation by eliminating duties on 110 products and reducing tariffs on 65 others.

mirmostafiz@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

21 APR 2026

BD-EU landmark deal signed for broader strategic partnership

FE REPORT

PCA elevates current ties focussed on development, trade

Bangladesh and the European Union strike a landmark comprehensive new Partnership and Cooperation Agreement (PCA) that replaces a limited framework that has governed their ties for over two decades.

Officials say the deal was initialled Monday by Kaja Kallas, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and Vice-President of the European Commission, and Bangladesh Foreign Minister Khalilur Rahman in Brussels, the capital city of Belgium.

The PCA marks a decisive shift from the EU-Bangladesh Cooperation Agreement 2001, transforming what was largely a development- and trade-focused relationship into a broader strategic partnership aligned with evolving geopolitical and economic realities.

While the 2001 agreement centred primarily on development cooperation and preferential trade access, the new one introduces "a far more expansive and structured framework".

Comprising 82 articles, the agreement institutionalises cooperation across a wide spectrum of sectors, including political dialogue, security, migration, energy, transport, climate action and maritime affairs.

Crucially, the agreement elevates the relationship beyond its traditional pillars by embedding regular political engagement and strategic coordination-areas that were either absent or only loosely defined in the earlier interaction framework.

The inclusion of security and maritime cooperation reflects Bangladesh's growing importance in the Indo-Pacific, a dimension not previously addressed in bilateral arrangements.

Another key departure lies in the PCA's stronger normative foundation. Unlike the 2001 agreement, the new framework explicitly anchors cooperation in shared commitments to democracy, human rights, peace and the rule of law, aligning Bangladesh more closely with the EU's external policy architecture.

"This signals a shift towards a values-based partnership, where economic cooperation is increasingly linked with governance standards and institutional reforms," it is stated in the objective.

Although Bangladesh has long benefited from the EU's Everything But Arms (EBA) scheme -- granting duty-free, quota-free access for exports -- the PCA goes further by broadening engagement into investment, financial systems, sustainable agriculture and energy transition.

The agreement also introduces structured dialogue on migration and mobility, an area of growing importance amid labour-market linkages between Bangladesh and EU-member states.

Additionally, new provisions on people-to-people contact, education and cultural exchange aim to deepen societal ties, moving beyond purely economic engagement.

The updated framework comes at a time when Bangladesh is preparing for graduation from the least-developed country (LDC) status, which will eventually alter its preferential trade access under schemes like EBA.

Against this backdrop, the PCA is designed to ensure continuity and stability in relations, while supporting Bangladesh's transition into a more diversified and rules-based economic partnership with the EU.

Foreign Ministry Secretary (East and West) Nazrul Islam and EU Deputy Managing Director (Asia and Pacific) Paola Pampaloni signed the agreement in Brussels.

Foreign Minister Khalilur Rahman, Prime Minister's Foreign Affairs Adviser Humayun Kabir and European Commission High Representative Kaja Kallas were present at the signing ceremony.

The initialling of the agreement follows negotiations that began in late 2024 and concluded earlier this year. The PCA will now proceed to formal signature and ratification by both sides before entering into force.

Once operational, it will formally replace the 2001 agreement, marking what officials describe as a "new chapter in EU-Bangladesh relations"-one that reflects not only the scale of existing trade, now exceeding €22 billion, but also the growing strategic relevance of the partnership in a shifting global landscape.

bdsmile@gmail.com

The Financial Express

21 APR 2026

Govt simplifies industrial gas distribution to boost efficiency

FE REPORT

The government has simplified the industrial gas distribution system, allowing factories within the same premises and ownership to transfer unused gas load with approval from the relevant gas company's managing director or regional head, aiming to improve service amid rising demand.

The Power, Energy and Mineral Resources Division on Monday issued a circular in this regard outlining the revised guidelines to address challenges.

Leaders of the country's primary textile mills welcomed the move, saying the reforms would help enhance productivity, reduce cost and streamline operations, particularly for energy-intensive textile and garment sectors.

Industrial units can rearrange or replace gas equipment keeping the approved hourly load unchanged, according to the circular.

Commissioning work must be carried out by contractors enlisted with the relevant gas company, while no permission from the gas distribution company will be required, it added.

Industrial units under the same premises and ownership can transfer gas load allocated under the captive power category to the industrial category within the same premises and ownership.

But gas load from the industrial power category cannot be transferred to captive use.

The circular further states that gas distribution and marketing companies must verify the quality of meters within seven days of the installation.

Welcoming the move, Bangladesh Textile Mills Association (BTMA) in a statement issued on Monday termed the measures positive and timely.

Munni_fe@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

21 APR 2026

ADVANCING BANGLADESH-JAPAN EPA

Businesses call for removing trade, investment bottlenecks

FE REPORT

Japanese and Bangladeshi business leaders have demanded removing various bottlenecks in trade and investment, including policy inconsistency and irrational tariffs, to take forward the economic partnership agreement (EPA) signed between the two nations after seven years of efforts.

They have also put forward some recommendations to make it effective by ratification from the respective parliaments for liberalising and facilitating trade, as well as promoting investment, in the two friendly countries.

Some of them have recommended forming committees, including a task force, to identify the way forward for the successful implementation of the EPA, which is the first for Bangladesh and the first for Japan signed with a least developed country.

They shared their views on Monday during a strategic discussion on advancing the Bangladesh-Japan EPA organised by the Japan External Trade Organisation (JETRO), the Japanese Commerce and Industry Association in Dhaka (JCIAD), and the Japan-Bangladesh Chamber of Commerce and Industry (JBCCI).

Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir attended the event as the chief guest, while Japanese Ambassador to Bangladesh Shinichi Saida was the special guest.

Visiting JETRO Executive Vice President Akiko Okumura also spoke on the occasion, among others.

JETRO Country Representative Kazuiki Kataoka and JBCCI President Tareq Rafi Bhuiyan highlighted various aspects of the EPA separately, and a panel discussion on that was then held.

Chairperson of Meghna Bank Uzma Chowdhury, Managing Director of DBL Group MA Jabbar, JCIAD Vice President Yuji Wagata, and JBCCI former president Asif A Chowdhury were the panellists at the discussion.

The heads and representatives of different Japanese and Bangladeshi companies were also present.

The commerce minister highlighted the new government's vision and steps taken so far for trade facilitation.

He said cutting logistics costs, increasing productivity in ports, and trade simplification had been given importance for economic transformation.

The minister told the gathering that three committees with members from the private sector had been formed to identify the areas of support to be provided by the government to simplify business.

"EPA signing is a milestone to look beyond the horizon from now," he said.

The country, with its over 100 million working-age population, as well as strong resilience and survival instincts, would play a significant role in the EPA benefits.

The Japanese ambassador termed the EPA an entrance to follow the footsteps of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), such as Vietnam, Thailand, Malaysia, and Indonesia.

He said the long-term trade deal would ensure business security and confidence, and enhance bilateral relations as well.

"Your EPA is not designed for the upcoming five years, but 15 years and longer," he added.

He also demanded a help desk for Japan at the Prime Minister's Office to facilitate the process of investment and trade. The JETRO chief highlighted the trade benefits to be enjoyed by Bangladesh, particularly in tariff barriers.

He said the EPA had been welcomed by Japanese companies and Bangladesh would get benefits gradually after graduation due to the reduction in tariffs on various products.

The EPA will facilitate and maintain a duty-free market for Bangladesh after graduation and boost Japanese investment.

smunima@yahoo.com

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Financial Express

21 APR 2026

ICCB hails Bangladesh-Japan EPA as 'defining moment'

FE REPORT

The signing of the Bangladesh-Japan Economic Partnership Agreement (EPA) represents a "defining moment" in the nation's trade diplomacy and a strategic blueprint for economic transformation, according to the International Chamber of Commerce-Bangladesh (ICCB).

In its editorial of the latest News Bulletin for the January-March 2026 quarter, the ICCB highlighted the agreement-- signed on 6 February 2026--as the country's first comprehensive partnership with a developed economy.

The pact marks a pivot from the preferential access enjoyed as a Least Developed Country (LDC) toward a competitive, rules-based global trade framework, according to it.

As Bangladesh prepares for its graduation from LDC status, the EPA serves as a critical buffer against potential tariff hikes.

Japan has granted duty-free access to 7,379 Bangladeshi products, covering approximately 97 per cent of the country's export basket, ensuring continued protection for the dominant ready-made garment (RMG) sector while opening doors for broader market penetration in the world's fourth-largest economy.

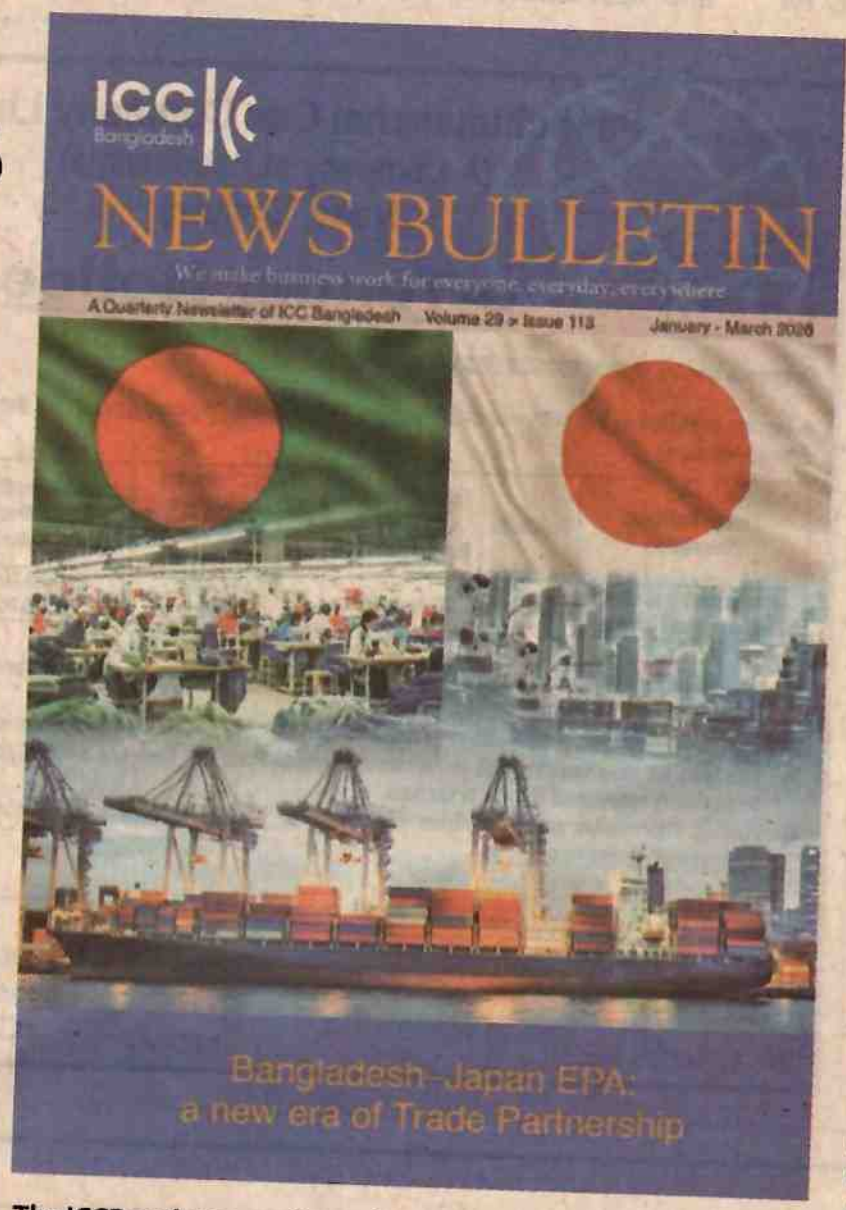

The ICCB underscores that the agreement's scope extends far beyond simple tariff reductions.

The ICCB hailed the initiative, under which Japan is opening 120 service sub-sectors to Bangladeshi professionals, creating opportunities in IT, engineering, and caregiving.

Bangladesh has reciprocated by opening 97 sub-sectors.

The chamber also commended EPA's encouragement of Japanese investment in high-value manufacturing, such as electronics and automotive components, helping Bangladesh move beyond its heavy reliance on apparel.

Provisions on intellectual property, digital trade, and customs facilitation aim to enhance Bangladesh's credibility as a transparent and reliable investment destination," said ICC in its press release.

The Japan EPA sets a high bar, contrasting it with the more conditional Bangladesh-USA Reciprocal Trade Agreement, the editorial noted.

While the US deal offers targeted market access, the ICCB said its "limited framework" and specific sourcing requirements--such as the use of US cotton--may restrict flexibility and lack the long-term certainty provided by the comprehensive Japanese model.

The ICCB views the Japan EPA as a "template" for future negotiations with the European Union, ASEAN, and the United Kingdom.

"The Bangladesh-Japan EPA is more than a milestone-it is a message that Bangladesh is ready to move beyond its LDC identity and assert itself as a dynamic, rules-based trading nation," said the ICCB in the editorial.

The chamber concluded that the ultimate success of the agreement would depend on "domestic preparedness," urging the government to strengthen national quality infrastructure, improve logistics, and develop skilled human capital to translate these trade opportunities into sustained industrial growth.

bdsmile@gmail.com

The Business Standard

2 1 APR 2026

Export-import trade costs to rise further as ICDs increase tariffs by 8.5%

TRADE – BANGLADESH

TBS REPORT

The cost of export-import trade through inland container depots (ICDs) is set to rise further after depot operators announced an 8.5% increase in container handling charges, citing higher fuel costs.

The ongoing war in the Middle East has pushed global shipping costs up by 25% over the past month, making business operations more expensive.

In a circular issued on 19 April, the Bangladesh Inland Container Depots Association (Bicda) said the surcharge took effect immediately, following a 15% increase in diesel prices from Tk100 to Tk115 per litre.

The association said the rise in fuel costs has significantly increased operational expenses across private ICDs, prompting the tariff adjustment.

Bicda Secretary General Ruhul Amin Sikder said, "We have instructed all private ICDs to inform their clients and implement the revised rates from 19 April."

Industry stakeholders say the cumulative impact may exceed the stated 8.5% increase as multiple service components within the supply chain are being affected simultaneously.

Continued increases in fuel and handling costs are steadily pushing up the overall cost of doing business in external trade.

Where the increase applies

The revised charges apply across a wide range of services integral to container handling outside the port.

These include transportation of empty containers between Chattogram Port and inland depots, haulage between Patenga Container Terminal and ICDs, and lift-on and lift-off services.

Export-related handling, such as container stuffing and Verified Gross Mass (VGM) procedures, will also be subject to the increased rates.

On the import side, delivery packages covering transportation, unloading, and final delivery from depots are included in the surcharge.

Impact on exporters and importers

As the increase spans multiple stages of the logistics chain, its impact is expected to be broad-based.

Exporters are likely to face higher overall logistics costs, which could weaken their competitiveness in international markets, particularly in price-sensitive sectors such as garments and agro-processing.

Importers may also see higher landed costs of goods, which could eventually be passed on to consumers, adding to inflationary pressure in the domestic market.

Rakibul Alam Chowdhury, former vice-president of BGMEA, said, "Last year, both Chattogram Port Authority and Bicda increased tariffs by 41% and 44% respectively, raising the cost of doing business. Before we could adjust to the increased tariffs, shipping lines raised freight charges following the escalation of the Middle East conflict, making it very difficult for us to remain competitive in the global market.

"The recent fuel price hike and tariff increase by ICDs are like the last nail in the coffin. We will have no option but to incur losses and reduce production."

Abu Tayyab, a director of BGMEA, said, "It is unethical and illegal to increase tariffs without consulting stakeholders. There should be a coordination committee where such proposals are discussed and decisions are made rationally."

There are 21 ICDs in the country, which play a key role in easing congestion at Chattogram Port by handling container storage, stuffing, and delivery.

Any change in their tariffs therefore has a ripple effect across the trade ecosystem.

The latest increase highlights mounting cost pressures in the sector.

Unless fuel prices stabilise, exporters and importers are likely to face sustained increases in logistics expenses, with wider implications for pricing, competitiveness, and supply chains.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Business Standard
21 APR 2026

Japan 'seriously considering' concrete measures to help Bangladesh bridge energy gap: Envoy

Envoy calls Bangladesh-Japan EPA transformative

Says political stability, rule of law critical for deal's success

- Commerce minister terms EPA 'milestone agreement'
- Says reducing cost of doing business identified as top priority

ENERGY – BANGLADESH

TBS REPORT

Japan, in collaboration with international partners, is now "seriously considering" concrete measures to help Bangladesh bridge its energy gap and build a more resilient and sustainable energy supply chain, Shinichi Saida, ambassador of Japan to Bangladesh, has said.

"This effort would not only benefit Bangladesh but also contribute to broader stability across the Asia-Pacific region," he said at a strategic discussion yesterday.

He reaffirmed that supporting partners in times of need reflects "Japan's way" of cooperation. Focusing on energy, the ambassador said Bangladesh is currently facing an imminent energy challenge and that Japan is taking the matter seriously.

He mentioned that Japan's prime minister has already initiated steps to expand existing cooperation frameworks and recently held a virtual summit with Bangladesh's leadership, where both sides agreed on a shared vision for enhanced energy security.

Attending the Asia Zero Emission Community (AZEC) Plus Online Summit led by Japan held on 15 April, Prime Minister Tarique Rahman sought a $2 billion fund from development partners to meet Bangladesh's immediate energy needs and safeguard its economic stability. Tarique appreciated Japanese Prime Minister Sanae Takaichi for convening this timely and important Summit.

At yesterday's discussion, the Japanese envoy further said high-level bilateral engagement is expected to intensify, citing ongoing discussions between the two countries' energy authorities.

Turning to the EPA, the ambassador described I SEE PAGE 4 COL 1

it as a transformative and forward-looking agreement that goes beyond tariff reduction. He stressed that the EPA is designed as a long-term framework – spanning 15 years or more – to ensure business security, boost investor confidence, and deepen bilateral relations.

He emphasised that sustained political stability, rule of law, and a conducive business environment will be critical to realising the full benefits of various initiatives as well as the EPA.

Bangladesh and Japan on 6 February signed an economic partnership agreement in Tokyo to enhance bilateral trade relations, marking Bangladesh's first EPA with any country.

The discussion on "Advancing Bangladesh-Japan Economic Partnership Agreement (EPA)" was organised by the Japanese Commerce and Industry Association In Dhaka (JCIAD), Japan External Trade Organization (Jetro) and Japan-Bangladesh Chamber of Commerce & Industry (JBCCI) at a city hotel in Dhaka. It was supported by HSBC.

'Reducing the cost of doing business top priority'

Describing the EPA as a "milestone agreement", chief guest of the event Commerce Minister Khandakar Abdul Muktadir said it opens a new horizon for Bangladesh's economic transformation and future growth.

He said Bangladesh is an "investment-hungry" economy, backed by a large and youthful population, with over 100 million people of working age and a rapidly expanding middle class of around 40 million consumers with growing purchasing power.

The minister identified structural reforms as a top priority, particularly in reducing the cost of doing business. He said Bangladesh's logistics cost currently stands at around 16% of GDP – significantly higher than the global average of 10% – and announced plans to improve port efficiency, enhance productivity, and lower per-unit costs.

He further stated that the government is working to simplify administrative procedures and regulatory processes. Committees involving private sector representatives will be formed to identify bottlenecks in public service delivery and recommend practical solutions, allowing businesses to operate more efficiently.

A key focus of his speech was the removal of non-tariff barriers. The minister revealed that the government has already taken steps to address a detailed list of such barriers raised by international partners, including the European Union.

He affirmed Bangladesh's commitment to resolving all identified issues in a short timeframe and invited Japanese businesses to submit similar lists, assuring that those concerns would also be addressed promptly.

He noted that meeting Japanese quality standards would enable Bangladeshi products to compete effectively in global markets.